مِن مُشكِلاتِ الشّبَاب

যুবকদের কিছু সমস্যা

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

Contents

যুবকদের কিছু সমস্যা

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

অনুবাদ
আহমাদুল্লাহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৬৮
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবা : ০১৭৭০-৮০০৯০০

من مشكلات الشباب

تأليف : محمد بن صالح العثيمين

الترجمة البنغالية : أحمد الله

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
শা‘বান ১৪৩৮ হি.
জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
মে ২০১৭ খ্রি.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র

Jubokder Kisu Shamashsha by **Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen**, Translated into Bengali by Ahmadullah. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. : 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের বিখ্যাত আলেম ও সে দেশের সর্বোচ্চ ফৎওয়া বোর্ডের আমৃত্যু সদস্য (১৪০৭-২১ হি.) মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি./১৯২৯-২০০১ খৃ.) রচিত مِنْ مُشْكِلاَتِ الشَّبَابِ বইটির বঙ্গানুবাদ ‘যুবকদের কিছু সমস্যা’ সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ’লাম। *ফালিল্লাহি’ল হাম্‌দ*। ইতিপূর্বে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মুখপত্র **‘তাওহীদের ডাক’**-য়ে *(১১তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল’১৩ এবং ২৮তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর’১৬)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে সম্মানিত লেখক যুবকদের পরিচয় ও শ্রেণীবিভাগ, তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার মৌলিক কারণ সমূহ ও তার প্রতিকার, সৃষ্টিকর্তা ও তাক্বদীর সম্পর্কে যুবকদের মনে সৃষ্ট সংশয়ের জবাব এবং যুবকদের সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

যুবসমাজ মুসলিম উম্মাহ্‌র ভিত্তি ও অমূল্য সম্পদ। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার কারণে তাদের একটা বড় অংশ আজ ইসলাম বিমুখ। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পথ ছেড়ে তারা আজ নানা বিজাতীয় দর্শন-চিন্তায় মোহগ্রস্ত। নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও মর্যাদা সম্পর্কে তারা আত্মবিস্মৃত। অসৎ সঙ্গ, অশ্লীল বই ও বস্তুবাদী পত্র-পত্রিকা পাঠ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে তাদের মধ্য থেকে ক্রমশঃ নীতি-নৈতিকতা বিদায় নিচ্ছে। ফলে তারা পরিণত হচ্ছে পশু স্বভাবের ভোগবাদী মানুষে। এই বিরুদ্ধ স্রোতকে লেখক সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন এ বইয়ে।

Contents

নবীন অনুবাদক আহমাদুল্লাহ পুস্তকটি আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম ও আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এটির সম্পাদনা করেছেন। আমরা তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করছি। সেই সাথে আশা প্রকাশ করছি যে, বইটি বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাবে *ইনশাআল্লাহ*।

এ বইটি পাঠের মাধ্যমে যুবসমাজের মধ্যে দ্বীনের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টি হ’লে এবং তারা সমাজ সংস্কারে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

১৪১৯ হিজরীতে হজ্জের সফরে বাদশাহ্‌র মেহমান হিসাবে আমাদের মাননীয় পরিচালক সেদেশের গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর শায়খ উছায়মীনের তাঁবুতে গিয়ে মিনায় সাক্ষাত করেন এবং তাঁর চৌকির পাশাপাশি চৌকিতে বসে নাতিদীর্ঘ কথোপকথনের সুযোগ লাভে ধন্য হন। *-প্রকাশক।*

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له- وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما-

অতঃপর আধুনিক যুগে যুবসমাজের সমস্যা নিয়ে এই লেখাটি লিখতে আমি আনন্দ বোধ করছি। কেননা কেবল ইসলামী সমাজেই নয় বরং প্রতিটি সমাজে এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান যুবসমাজ বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিকভাবে এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদেরকে প্রায়শই জীবন সম্পর্কে এক ধরনের উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত করছে। এ দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং এই হতাশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা চেষ্টাও করছে যথাসম্ভব। অথচ ধর্ম ও সচ্চরিত্রতা ব্যতীত তাদের এই প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না। যে দু'টি ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে সমাজ এবং যে দু'টির মধ্যেই নিহিত থাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। আর এ দু'টির মাধ্যমেই অবতীর্ণ হয় যাবতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সমূহ এবং দূরীভূত হয় সকল মন্দকর্ম ও বিপদাপদ সমূহ।

একটি দেশ কখনো আবাদ হয় না তার অধিবাসী ছাড়া এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠা পায় না তার অনুসারী ছাড়া। আর যখনই দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় দ্বীনদাররা সচেষ্ট হবে তখনই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, তাদের শত্রুদের সংখ্যা যতই বেশী হোক না কেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ- 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলিকে সুদৃঢ় করবেন। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট করে দিবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭-৮)*।

যেহেতু দ্বীন তার অনুসারী ব্যতীত প্রতিষ্ঠা পায় না, সেহেতু আমরা যারা মুসলিম এবং ইসলামের পতাকাবাহী তাদের জন্য অত্যাবশ্যক কর্তব্য হ'ল, নিজেদেরকে প্রথমে নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং শক্তি ও যোগ্যতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠা। আর আমাদের উপর দায়িত্ব হ'ল আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের জ্ঞান অর্জন করা। যা আমাদেরকে কথায়, কর্মে, পথপ্রদর্শনে ও দাওয়াত দানে যোগ্য করে গড়ে তুলবে। যাতে আমরা তীক্ষ্ণধার হাতিয়ার ও স্বচ্ছ আলোকবর্তিকা প্রত্যেক সত্যানুসন্ধী ব্যক্তির জন্য এবং বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে উঠাতে পারি।

এর পরের কাজ হ'ল এই অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। তাতে যেন আমাদের ঈমান, দৃঢ়বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও দ্বীনের পূর্ণ অনুসরণ প্রকাশ পায়। কেবল বাগাড়ম্বরই যেন সার না হয়। কেননা কথা যদি কর্মে প্রতিফলিত না হয়, তখন বক্তব্যে কেবল আড়ম্বরই থেকে যায়। নেতিবাচক ফল ছাড়া তাতে আর কিছু পাওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না?' 'আল্লাহ্‌র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না?' *(ছফ ৬১/২-৩)*।

এক্ষণে আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হবে শুরু থেকে পথ চলা। যাতে আমরা আমাদের যুবকদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারি এবং তারা কোন চিন্তা ও কর্মের মধ্যে লিপ্ত আছে তা জানতে পারি। যাতে আমরা তাদের সদগুণাবলী বৃদ্ধি করতে পারি ও বাতিলগুলিকে সংশোধন করে দিতে পারি। কেননা আজকের যুবকরা আগামী দিনের নাগরিক। তারাই হ'ল ভিত্তি, যাদের উপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যৎ। এজন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তাদেরকে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করা এবং ভাল ও কল্যাণের প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ এই যুবসমাজ যখন ঠিক হয়ে যাবে এবং ধর্ম ও সচ্চরিত্রতার শক্তিশালী ভিত্তির উপর যখন তাদের জীবন গড়ে উঠবে, তখন অচিরেই জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচিত হবে এবং তারা আমাদের পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

যুবকদের পরিচয়

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে যুবকদেরকে দেখলে আমরা সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ক. সুপথগামী যুবক খ. বিপথগামী যুবক গ. দিশেহারা যুবক ।

সুপথগামী যুবক : এই যুবক হ'ল পরিপূর্ণ অর্থে মুমিন যুবক। এরা তারা যারা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল, দ্বীনকে ভালবাসে, দ্বীনের প্রতি পরিতুষ্ট থাকে, আনন্দিত হয়, দ্বীনকে গণীমত হিসাবে মনে করে এবং দ্বীন থেকে বঞ্চিত থাকাকে সুস্পষ্ট ক্ষতির কারণ বলে মনে করে।

তারা এমন যুবক যারা শিরকমুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে। যারা কোনকিছু করা বা না করার ক্ষেত্রে রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কথা ও কাজকে অনুসরণ করে এই বিশ্বাসে যে, তিনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল ও অনুকরণীয় আদর্শ।

তারা এমন যুবক যারা সাধ্যমত সঠিকভাবে ছালাত কায়েম করে। কারণ তারা ছালাতের উপকারিতা, দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ফলাফলের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসী। তারা জানে ছালাত পরিত্যাগে ব্যক্তিগত ও জাতিগত কি ভয়াবহ অকল্যাণ নিহিত রয়েছে।

তারা এমন যুবক যারা হকদারদের প্রতি যাকাত আদায় করে পরিপূর্ণভাবে। কেননা তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণে যাকাতের ভূমিকার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

তারা এমন যুবক যারা শীতে-গ্রীষ্মে সর্বদাই রামাযানের ছিয়াম পালন করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি ও লালসাকে নিবৃত্ত করে। কেননা তারা বিশ্বাস করে এতেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে। ফলে নিজের কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে তারা প্রাধান্য দেয়।

তারা এমন যুবক যারা বায়তুল্লায় ফরজ হজ্জ আদায় করে। কেননা তারা আল্লাহকে ভালবাসার কারণে আল্লাহ্‌র ঘরকেও ভালবাসে। ভালবাসে রহমত ও মাগফিরাতপ্রাপ্তির স্থানসমূহে যেতে এবং সেখানে আগত মুসলমানদের সাথে শরীক হতে।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহকে নিজেদের এবং আসমান-যমীন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করে। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী দেখে, যা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ রাখে না। সুবিশাল আকারবিশিষ্ট অনুপম ও সুশৃঙ্খল মহাজগতের মধ্যে একজন মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টিকর্ম, অসীম ক্ষমতা ও অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট অকাট্য প্রমাণ তারা লক্ষ্য করে। কেননা এ জগত আপনা থেকেই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার মাধ্যমেও এর জন্ম হয়নি। কেননা অস্তিত্বলাভের পূর্বে এটা ছিল অস্তিত্বশূন্য। আর অস্তিত্বশূন্য জিনিস কোন অস্তিত্ববান জিনিস সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা তার তো নিজেরই কোন অস্তিত্ব নেই।

আবার আকস্মিকভাবে অস্তিত্বলাভেরও কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা এ মহাবিশ্ব এমন এক অপরিবর্তনীয়, সুশৃঙ্খল ও নিখুঁত নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে যার কোন ব্যত্যয় নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন, فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً 'বস্তুতঃ তুমি কখনো আল্লাহ্‌র রীতির পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি কখনো আল্লাহ্‌র রীতির কোন ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাতির ৩৫/৪৩)*। مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ 'দয়াময়ের সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? আবার দৃষ্টি ফিরাও। কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও। তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে' *(মুলক ৬৭/৩-৪)*।

এই অপূর্ব সুশৃঙ্খল ও সুসমন্বিত মহাবিশ্ব হঠাৎ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবির্ভূত হয়েছে–এটা কখনই সম্ভব নয়। যদি তাই হত তবে এর গোটা

ব্যবস্থাপনাও হত অকস্মাৎ, ফলে তাতে যে কোন মুহূর্তে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসত।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহ্র ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। কেননা আল্লাহ কুরআনে তাদের কথা বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্পর্কে হাদীছে সংবাদ দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহতে তাদের গুণাবলী, ইবাদত ও সৃষ্টিজগতের কল্যাণে তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে যা বিবৃত হয়েছে তা-ই তাদের বাস্তবিক অস্তিত্বকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহ্র কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের প্রতি নাযিল করেছিলেন মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। কেননা কেবল মানবিক জ্ঞানের মাধ্যমে ইবাদাত ও মু'আমালাতের বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব নয়।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহ্র নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখে। যাদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সৃষ্টিজগতের প্রতি। তারা মানবজাতিকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ করেন। যাতে করে মানবজাতি আল্লাহ্র কাছে কিয়ামতের দিন কোন ওযর-আপত্তি পেশ করতে না পারে। নূহ (আঃ) ছিলেন প্রথম রাসূল এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশেষ।

তারা এমন যুবক যারা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যেদিন মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর জীবিত অবস্থায় উত্থিত করা হবে। তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিফল দেয়ার জন্য। আল্লাহ বলেছেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ- 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। কেননা যদি সৃষ্টির জন্য এমন কোন দিন না থাকে যেদিন সৎ ব্যক্তিদের জন্য পুরস্কার এবং অসৎ ব্যক্তিদের জন্য পাপের শাস্তি দেয়া হবে, তাহলে এই দুনিয়াবী জীবনের যথার্থতা ও তাৎপর্যটা কি?

তারা এমন যুবক যারা তাক্বদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তারা প্রতিটি ঘটনার কারণ ও প্রতিফলে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি বিশ্বাস করে সবকিছুই আল্লাহ্র পূর্বনির্ধারণ মোতাবেকই ঘটে। তারা জানে প্রতিটি সৌভাগ্যের পিছনে যেমন কারণ নিহিত রয়েছে, তেমনি দুর্ভাগ্যের পিছনেও কারণ রয়েছে।

তারা এমন যুবক যারা দ্বীনকে নছীহত হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিম ও জনসাধারণের জন্য। তারা মুসলমানদের সাথে দ্ব্যর্থহীন ও খোলামেলা জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়, যেমন আচরণ সে অন্যদের কাছে প্রত্যাশা করে। যেখানে থাকে না ধোঁকা, শঠতা, প্রতারণা, বক্রতা ও গোপনীয়তার লেশমাত্রও।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহ্র পথে আহ্বান করে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। এমন পরিকল্পনা অনুযায়ী যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ– ‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়’ *(নাহল ১৬/১২৫)*।

তারা এমন যুবক যারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, এতেই জাতি সমূহের ও উম্মতের সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ– ‘তোমরাই হ’লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে’ *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

তারা এমন যুবক যারা রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী মন্দকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ

بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ– 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন অন্যায় হ'তে দেখে, তখন সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হ'লে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করবে। তাতেও সক্ষম না হ'লে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান'।[১]

তারা এমন যুবক যারা সত্য কথা বলে এবং সত্যকে গ্রহণ করে। কেননা সত্য ন্যায়পরায়ণতার দিকে পথ দেখায়, আর ন্যায়পরায়ণতা জান্নাতের পথ দেখায়। কোন ব্যক্তি যে সত্য বলে এবং সত্যের অনুসন্ধানে থাকে, সে পরিশেষে আল্লাহ্র দরবারে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।[২]

তারা এমন যুবক যারা সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করে। কেননা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সেই বাণীর প্রতি ঈমান রাখে, যেখানে তিনি বলেছেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা তার অন্য ভাইয়ের জন্য পসন্দ করবে'।[৩]

তারা এমন যুবক যাদের আল্লাহ্র প্রতি এবং নিজ দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ববোধ রয়েছে। তারা সর্বদা আমিত্বকে দূরে ঠেলে নিজের ধর্ম, সমাজ ও জাতির কল্যাণে প্রচেষ্টা চালায়। অন্যের কল্যাণের প্রতি তারা লক্ষ্য রাখে সেভাবেই, যেভাবে নিজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

তারা এমন যুবক যারা কেবল আল্লাহ্র জন্যই আল্লাহ্র পথে একনিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করে। কোন লোক দেখানো ও সুনাম অর্জনের আকাঙ্খা তাদের মনে থাকে না। তারা আপন শৌর্য-বীর্যের উপর নির্ভরশীল হয় না বা আত্মপ্রসাদে ভুগে না। বরং সবসময় আল্লাহ্র পথে কেবল আল্লাহ্রই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে জিহাদ করে। আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম চালানোর সময় তারা সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। কখনও বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা

---

১. মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭।
২. বুখারী হা/৬০৯৪।
৩. বুখারী হা/১৩; মিশকাত হা/৪৯৬১।

প্রদর্শন করে না। আর ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তারা প্রয়োজনমত নিজের বাকশক্তি, অস্ত্রশক্তি ও ধন-সম্পদ ব্যবহার করে সংগ্রাম চালায়।

তারা এমন যুবক যারা চরিত্রবান ও দ্বীনদার। তারা মানুষের চরিত্র সংশোধনকারী। তারা দ্বীনের ব্যাপারে সুদৃঢ়, কোমল ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, স্বচ্ছহৃদয় ও ধৈর্যশীল। তবে এমন বিচক্ষণ যে কোন সুযোগকে নষ্ট করে না এবং বিবেক ও সংস্কারবোধের উপর আবেগকে প্রাধান্য দেয় না।

তারা এমন যুবক যারা সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত। যারা কাজ করে প্রজ্ঞার সাথে এবং নীরবে। যাদের কাজে দক্ষতা ও উৎকর্ষতার ছাপ বিদ্যমান। যারা তাদের জীবনের অবসর সময়গুলোকে নষ্ট করে না বরং ব্যস্ত রাখে এমন কাজে যা তাদের নিজের জন্য এবং জাতির জন্য উপকার বয়ে আনে।

সাথে সাথে এই যুবকরা নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও চাল-চলনের হেফাযতকারী হয়। আর নিজেদেরকে সর্বান্তকরণে দূরে রাখে কুফরী, নাস্তিকতা, পাপাচার, নাফরমানী, দুশ্চরিত্রতা ও অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে।

এই শ্রেণীর যুবকরা হল জাতির গর্ব। তারা জাতির জন্য সৌভাগ্য ও জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠে। ধর্মীয় মূল্যবোধ তাদের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে। তারাই তো সেই যুবক যাদের জন্য আমরা অহর্নিশ আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করি, যেন আল্লাহ তাদের বদৌলতে ইসলাম ও মুসলমানদের চলমান দুরবস্থাসমূহ সংশোধন করে দেন এবং সত্যের পথিকদের পথচলাকে আলোকময় করেন। তারাই তো সেই যুবক যারা দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যকে ছিনিয়ে আনতে পারে।

বিপথগামী যুবক

এই যুবক এমন যুবক যার আক্বীদা বিভ্রান্ত, আচরণ বেপরোয়া, সে আত্মম্ভরিতায় মগ্ন এবং নোংরা কার্যকলাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সে অন্যের নিকট থেকে সত্য গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় এবং নিজেও বাতিল, অগ্রহণযোগ্য কাজ থেকে নিবৃত হতে রাযী নয়। সে আচার-আচরণে

স্বার্থপর, যেন সে কেবল দুনিয়ার জন্য সৃষ্ট হয়েছে এবং দুনিয়াও শুধুমাত্র তার একার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

এই ধরনের উদ্ধত যুবক কখনও সত্যের প্রতি নমনীয় হয় না এবং বাতিল অপসারণেও তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট হল কি না হল সে ব্যাপারে কোন পরওয়া করে না, পরওয়া করে না মানুষের হক নষ্ট হল কিনা সে ব্যাপারেও। এই নৈরাজ্যবাদী যুবক তার চিন্তা-চেতনায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তার সকল কাজে-কর্মে এবং চলার পথে পরিমিতিবোধ খুইয়ে ফেলেছে। নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সে এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়ে, যেন তার মুখেই সত্যের খই ফুটে। সে যেন সকল ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত একজন নিষ্পাপ মানুষ। আর যারা তার বিরোধিতা করে তারা যেন সব ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির মাঝে পড়ে আছে।

এই যুবক এমন যুবক যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ থেকে বিচ্যুত, সামাজিক নীতি-ঐতিহ্য হতে পথভ্রষ্ট। অধিকন্তু তার নোংরা অপকর্মগুলি তার কাছে সুশোভিত হয়ে উঠে। তাদের ব্যাপারে এটাই বক্তব্য যে, তারা হল ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত যারা দুনিয়াবী জীবনে তাদের সকল আমল বরবাদ হওয়ার কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অথচ তারা ধারণা করে যে তারা সৎকর্ম করছে।

সে নিজেই নিজের জন্য অমঙ্গল এবং সমাজের জন্য আপদ হয়ে দাঁড়ায়। জাতিকে সে অধঃপতনের অতল তলে টেনে নিয়ে যায়। সে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলে দেয় জাতির মান-মর্যাদার উপর। সমাজকে সে এমন এক জীবাণুযুক্ত ও প্রতিকারবিহীন ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করে, যা থেকে কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ উদ্ধার করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

দিশেহারা যুবক

এমন যুবক যে নানা পথ ও মতের মাঝে উদ্ভ্রান্ত-দিশেহারা হয়ে থাকে, অথচ সে হককে চিনেছে ও তাতে প্রশান্তি লাভ করেছে এবং একটি রক্ষণশীল সমাজে লালিত-পালিত হয়েছে। তবে সকল দিক থেকে অনিষ্টতার

দরজাসমূহ তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। যেমন আক্বীদাকে ঘিরে সন্দেহের আবর্ত, চাল-চলনের অধঃপতন, আমলের বিকৃতি, পূর্বকাল থেকে চলে আসা নীতি-নৈতিকতার গণ্ডীমুক্ত হওয়া, বাতিলের নানামুখী স্রোত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক দুষ্টচক্র ইত্যাদি। বাতিলের এই প্রবল স্রোতের মুখে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না। সে বুঝতে পারে না এই সমস্ত চিন্তাধারা, মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতিতে যা কিছু প্রতীয়মান হচ্ছে তা-ই কি সত্য, না কি যে নীতির উপর তার পূর্বপুরুষগণ বা তার রক্ষণশীল সমাজ ছিল তা-ই সত্য? এই গোলকধাঁধায় পড়ে সে দিশেহারা ও উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে এবং একবার এটা, আরেকবার ওটাকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

এই শ্রেণীর যুবক তার জীবনে একটা নেতিবাচক অবস্থানে থাকে। ফলে সে এমন একজন শক্তিশালী আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী হয়, যে তাকে সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে। তাই আল্লাহ যখন তার জন্যে একজন উত্তম, প্রজ্ঞাপূর্ণ, জ্ঞানবান ও চমৎকার পরিকল্পনা সম্পন্ন একজন দাঈকে ন্যস্ত করে দেন, তখনই সেটা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে এই শ্রেণীর যুবকের সংখ্যাই সমাজে বেশী। তারা ইসলামী সংস্কৃতির কিছু ছোয়া পেয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে অন্যান্য দুনিয়াবী শিক্ষা লাভ করেছে যা প্রকৃতপক্ষে বা তাদের ধারণামতে দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গেছে। ফলতঃ তারা দ্বিমুখী দুই সংস্কৃতি বা সভ্যতার সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

তাদের জন্য এই হতভম্ব অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে সমগ্র জীবনাচরণে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বীজ রোপণের মাধ্যমে এবং মুখলিছ ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ্‌র মূল উৎস হতে এই সংস্কৃতি শিক্ষালাভের মাধ্যমে। আর এ কাজটি তাদের জন্য খুব কঠিন নয়।

যুবকদের বিভ্রান্ত হওয়া ও তাদের সমস্যা সমূহ

যুবকদের বিভ্রান্ত হওয়ার এবং সমস্যায় নিপতিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন যখন একজন মানুষ যৌবনে উপনীত হয় তখন তার শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কেননা এসময় সে জীবনের বাড়ন্ত বেলা অতিক্রম করে। ফলে তার মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধনটা হয় খুব দ্রুতগতিতে। সুতরাং জীবনের এই পর্যায়ে তার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকারণগুলি প্রস্তুত রাখা এবং তার খামখেয়ালীপনাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের দিকে তাকে পরিচালিত করার জন্য হিকমতের সাথে নেতৃত্ব দেয়া অতীব যরূরী।

যুবকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার মৌলিক কারণসমূহ

১. অবসর : চিন্তা-চেতনা, বিচারবুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি বিনষ্টের জন্য অবসর হল একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। কারণ কর্মতৎপর ও কর্তব্যনিষ্ঠ থাকাটা মানুষ মাত্রেই অপরিহার্য। ফলে মানুষের যখন কাজ থাকে না তখন তার চিন্তা-ভাবনা স্থবির হয়ে যায়, বুদ্ধিমত্তা স্থূল হয়ে পড়ে ও মনের উৎসাহ-উদ্দীপনা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর মনের সে শূন্যস্থান দখল করে নেয় কুমন্ত্রণা ও নোংরা চিন্তা-ভাবনা। ফলে এই শ্বাসরুদ্ধকর কর্মহীন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সে কখনো কখনো এসব নিকৃষ্ট কুচিন্তা বাস্তবায়ন করে ফেলে। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যা করণীয় তা হল, অবসর সময়কে অলসভাবে না কাটিয়ে নিজের জন্য উপযোগী কোন কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। হতে পারে তা পড়াশোনা, ব্যবসা, লেখনী বা অনুরূপ এমন কিছু যা দিয়ে সে নির্বিঘ্নে অবসর কাটাতে পারে এবং নিজের সফলতা অর্জন ও অপরের সেবার মাধ্যমে সমাজে নিজেকে একজন কর্মঠ ও যোগ্য সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

২. পরিবার এবং পরিবারের বাইরে যুবক ও বয়স্কদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা : কতিপয় প্রবীণ লোকদের দেখা যায় যারা যুবকদের মাঝে অথবা অন্য কারো মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করার পর তাদের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন এবং দিশেহারা হয়ে ক্ষান্ত হয়ে যান। তাদের এই মনোভাব যুবকদের অন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণার জন্ম দেয় এবং তারা ভাল

নাকি খারাপ কাজ করছে সে ব্যাপারে সর্বাবস্থায় বেপরোয়া ভাব দেখায়। এসময় বয়স্করা প্রায়শই সব যুবককে এক পাল্লায় বিচার করে বসেন এবং প্রত্যেক যুবক সম্পর্কে এক ধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং যুবক ও বয়স্করা প্রত্যেকেই পরস্পরকে হেলাফেলার দৃষ্টিতে দেখে এবং তুচ্ছ জ্ঞান করে। যা অবশেষে এক বিরাট সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করে সমাজকে পরিবেষ্টন করে রাখে।

এই সমস্যার প্রতিবিধান হল যুবক ও বয়স্ক প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান এই বিচ্ছিন্নভাব ও দূরত্ব দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। প্রত্যেককে এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, যুবক ও প্রবীণ সকলকে নিয়েই সমাজ একটি অভিন্ন দেহ। যদি তার কোন একটি অঙ্গে ক্ষয় দেখা দেয়, সর্বাঙ্গজুড়ে তা বিস্তৃত হয়। একইভাবে প্রবীণদের বুঝতে হবে যে, যুবকদের প্রতি তাদের স্কন্ধে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। তাই এসব যুবকদের সংশোধনের স্বার্থে হৃদয়ে ভর করা হতাশাগুলোকে দূরীভূত করতে হবে। আর জেনে রাখতে হবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। কত পথহারাকে তিনি সুপথ দেখিয়েছেন, যারা পরে নিজেরাই মানুষের জন্য হেদায়াত ও সংস্কারের জন্য আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়েছে।

আর যুবকদের জন্য অবশ্য করণীয় হল প্রবীণদের প্রতি তাদের অন্তরে সম্মানের একটা স্থান রাখা। তাদের মতামতকে সম্মান জানানো এবং তাদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলা। কেননা জীবনের বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতা থেকে তারা যা সঞ্চয় করেছেন, যুবকদের তা নেই। আর এভাবে যখন প্রবীণদের প্রজ্ঞা ও নবীনদের শক্তির মাঝে সমন্বয় ঘটবে, তখন আল্লাহ্র ইচ্ছায় সমাজ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

৩. পথভ্রষ্ট লোকজনের সাথে চলাফেরা ও সখ্যতা রাখা : এই বিষয়টি যুবকদের মস্তিষ্কে, চিন্তা-চেতনায় ও আচরণে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এজন্যই মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ–

Contents

'প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয়। অতএব তোমাদের উচিৎ কার সাথে বন্ধুত্ব করছ সে ব্যাপারে খেয়াল করা'।[৪]

তিনি আরও বলেছেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً– 'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল, সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের হাপরে ফুঁকদানকারীর ন্যায়। সুগন্ধি বিক্রেতা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট থেকে তুমি কিছু ক্রয় করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপরে হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা তুমি দুর্গন্ধ পাবে'।[৫]

এর প্রতিবিধান হল, একজন যুবককে এমন কারো সঙ্গ বেছে নিতে হবে যে হবে কল্যাণকামী, সৎ ও বুদ্ধিমান, যেন তার গুণাবলী থেকে সে উপকৃত হতে পারে। এমনিতেই মানুষ তাদের সহচরদের সাথে উঠাবসা করার পূর্বেই তাদের বাহ্যিক হাল-চাল ও সুনাম-সুখ্যাতি দেখে আকৃষ্ট হয়ে যায়। যদি সেই সহচরগণ হয় চরিত্রবান, মহৎ ও সরল-সঠিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদি হয় সুনামের অধিকারী, তবে তারাই হল সেই ঈপ্সিত, বহুকাঙ্খিত ও গণীমতের সম্পদতুল্য মানুষ, যাদের সাহচর্যে থাকা আবশ্যক। আর যদি অন্যথা হয়, তবে তাদের থেকে সতর্ক দূরত্ব বজায় রাখা অপরিহার্য যেন তাদের মিষ্টি বাকচাতুর্যে এবং বাহ্যিক চাকচিক্যে ধোঁকা না খেতে হয়। কেননা এইসব খারাপ লোক ধোঁকা-প্রবঞ্চনা ও ভ্রষ্টপথ অনুসরণের মাধ্যমে সরল-সিধা জনসাধারণকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়। এর মাধ্যমে তারা তাদের দলভারী করতে চায় এবং তাদের ভিতরকার নিকৃষ্ট দিকগুলোকে আড়াল করে। কবি কতই না সুন্দর বলেছেন,

---

৪. আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০১৯।

৫. বুখারী হা/২১০১ ও ৫৫৩৪, মুসলিম হা/২৬২৮, মিশকাত হা/৫০১০।

أَبْلُ الرجالَ إذا أردتَ إخاءَهم + وتوسَّمَنَّ فَعَالَهم وتفقَّدِ

فإذا ظفرتَ بِذي الأمانةِ والتُّقى + فَبِهِ اليَدَيْنِ قريرَ عَيْنٍ فاشْدُدِ

‘তুমি যাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাও তাদেরকে আগে পরীক্ষা করে নাও এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে পর্যবেক্ষণ করো।

অতঃপর যখন তুমি আমানতদার ও তাক্বওয়াশীল কাউকে পাও, যার রয়েছে চক্ষুশীতলকারী বন্ধুত্বের বাড়ানো দু’খানা হাত, তখন সে বন্ধুত্বকে আঁকড়িয়ে ধরবে’।

৪. ধ্বংসাত্মক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন করা : এ সকল বই-পত্র ও পত্র-পত্রিকা মানুষকে তার ধর্ম ও ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে, যা তাদেরকে পরিচ্ছন্ন চরিত্র হতে অপবিত্র নিকৃষ্ট চরিত্রের দিকে ঠেলে দেয় যা খুব সহজেই তাদেরকে কুফরী ও ঘৃণ্য পাপে নিক্ষেপ করে। সুতরাং যদি যুবকদের মাঝে সত্য-মিথ্যা এবং উপকারী-অপকারী বস্তুর মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারার মত দ্বীনী সংস্কৃতির গভীরতা এবং অন্ত দৃষ্টিসম্পন্ন চেতনার সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা না থাকে, তবে তারা এসব বই-পত্র পড়ে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। এই ধরনের বই-পুস্তক অধ্যয়ন যুবকদেরকে পতনের শেষপ্রান্তে নিয়ে যায়। কেননা যুবকদের বিবেক-বুদ্ধির উর্বরভূমিতে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এসব বই-পুস্তকের চিন্তাধারাসমূহ আক্রমণ করে এবং মযবুতভাবে গেড়ে বসে যাবতীয় শিকড় ও ডাল-পালা নিয়ে। আর এভাবে তাদের জীবন ও জ্ঞানের মতিগতিকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করে।

এই সমস্যার সমাধান হল, এ জাতীয় বই-পুস্তক থেকে দূরে থেকে ঐ সকল বই-পুস্তক অধ্যয়ন করতে হবে, যা হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসার বীজ বপন করে। ঈমান ও সৎআমলের প্রতিফলন ঘটায়। আর বিশেষত এর উপরই ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। নতুবা হৃদয়জগতে অচিরেই আগের পড়া বইগুলো পুনরায় পড়ার জন্য তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে অন্যান্য উপকারী গ্রন্থসমূহ পাঠের বিষয়টি তার কাছে বিরক্তিকর ও বোঝাস্বরূপ মনে হতে পারে এবং

আল্লাহ্র আনুগত্যে টিকে থাকার প্রচেষ্টায় তার সংযমের বাঁধ নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। যার শেষ পরিণাম হতে পারে আমোদ-প্রমোদ আর বিনোদনে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

উপকারী গ্রন্থসমূহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আল্লাহ্র কিতাব, আর যা আলেমগণের লিখিত ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক ও সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর। তেমনিভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাদীছ। অতঃপর এই দু'টি উৎস অবলম্বনে আলেমদের লিখিত বইপত্র সমূহ।

৫. কতিপয় যুবক ধারণা করে, ইসলাম মানুষের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং যাবতীয় শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলে। ফলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় এবং একে পশ্চাদমুখী ধর্ম হিসাবে মনে করে। যে ধর্ম তাদের অনুসারীদেরকে শুধু পিছনের দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের ও উন্নতি-অগ্রগতির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এই সমস্যার সমাধান হল, ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ এ সকল যুবকের সামনে তুলে ধরা। যারা তাদের ভুল ধারণা, জ্ঞানের স্বল্পতা অথবা উভয় কারণে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানে না। কবি বলেছেন,

وَمَنْ يَكُ ذا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ + يَجِدْ مُرًّا بِهِ الماءَ الزُّلالا

'অসুস্থতার কারণে যার মুখ তেতো হয়, তার মুখে সুস্বাদু পানিও তেতোই লাগে'।

আসলে ইসলাম স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধকারী নয়। বরং স্বাধীনতাকে সুসমন্বিতকারী এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী। যাতে একজন ব্যক্তিকে বল্গাহীন স্বাধীনতা প্রদান করলে তা অন্যদের স্বাধীনতার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে যায়। কেননা যে ব্যক্তিই বল্গাহীন স্বাধীনতা চাইবে তার স্বাধীনতা অন্যদের মতোই হবে। ফলে স্বাধীনতাসমূহের মাঝে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়বে, সর্বত্র নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে এবং বিপর্যয় নেমে আসবে। এজন্যই আল্লাহ ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলিকে 'হুদূদ' (দণ্ডবিধি) নামকরণ করেছেন। হুকুমটি নিষেধাজ্ঞামূলক হ'লে আল্লাহ বলেছেন, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها– 'এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা

এর নিকটবর্তী হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। আর হুকুমটি ইতিবাচক হ'লে বলেছেন, –تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا 'এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না' (*বাক্বারাহ* ২/২২৯)।

কতিপয় ব্যক্তির ইসলাম কর্তৃক স্বাধীনতাকে সীমিত করার ধারণা এবং মহাপ্রজ্ঞাময় সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে দিকনির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন তার মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই সমস্যার আসলে কোন কারণই নেই। কারণ এই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা একটি বাস্তব বিষয়। আর মানুষ এই বাস্তবমুখী ব্যবস্থাপনার প্রতি স্বভাবতঃই অনুগত।

সে ক্ষুধা ও পিপাসার কর্তৃত্ব এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের নিয়ম-নীতির প্রতি অনুগত। আর এজন্যই সে পরিমাণ, ধরন ও প্রকারগত দিক থেকে তার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে শৃঙ্খলা বিধানে বাধ্য হয়। যাতে সে তার শরীরের সুস্থতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে।

তদ্রূপ সে বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে তার দেশের রীতি-নীতি আঁকড়ে ধরে সামাজিক নিয়ম-কানুনের প্রতি অনুগত থাকে। যেমন সে পোষাকের আকার ও ধরন, বাড়ীর আকার-আকৃতি ও স্টাইল এবং চলাচল ও ট্রাফিক নিয়মের প্রতি অনুগত থাকে। যদি সে এগুলির প্রতি অনুগত না হয়, তবে তাকে অসামাজিক মনে করা হয়। প্রচলিত নিয়ম-নীতি থেকে দূরে অবস্থানকারী ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তার ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য হয়।

অতএব পুরো জীবনটাই নির্দিষ্ট সীমারেখার প্রতি অনুগত থাকে। যাতে জীবনের সকল কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে ধাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সমাজ সঠিকভাবে চলা এবং বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য যদি সামাজিক নিয়ম-নীতির প্রতি আবশ্যিকভাবে অনুগত থাকতে হয় এবং কোন নাগরিক এতে বিরক্তবোধ না করে, তাহলে মুসলিম উম্মাহ্র সংস্কারের জন্য অবশ্যই শারঈ নিয়ম-নীতির প্রতি অনুগত থাকতে হবে। তাহ'লে কতিপয় ব্যক্তি কিভাবে এ ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং ইসলামকে স্বাধীনতা

সংকুচিতকারীরূপে মনে করে? নিশ্চয়ই এটি স্পষ্টভাবে মিথ্যা অপবাদ এবং ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা।

অনুরূপভাবে ইসলাম ক্ষমতা বিনষ্টকারী নয়। বরং তা চিন্তাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক সকল ক্ষমতা বিকাশের প্রশস্ত ময়দান।

ইসলাম চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার দিকে আহ্বান জানায়। যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার বোধশক্তি ও চিন্তাধারা উন্নত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ‘তুমি বল, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য দু’দু’জন বা এক একজন করে দাঁড়াও। অতঃপর ভেবে দেখ’ *(সাবা ৩৪/৪৬)*।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ‘বলে দাও, তোমরা চোখ খুলে দেখ নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্‌র কত নিদর্শন রয়েছে’ (*ইউনুস ১০/১০১*)।

ইসলাম শুধু চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার প্রতি আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না। বরং যারা অনুধাবন করে না এবং গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করে না তাদের সমালোচনা করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ‘তারা কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্বে এবং যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না?’ (*আ‘রাফ ৭/১৮৫*)।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেছেন, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى ‘তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য?’ *(রূম ৩০/৮)*।

তিনি আরো বলেন, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ‘আর যাকে আমরা দীর্ঘ বয়স দান করি, তার সৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটাই। এরপরেও কি তারা বুঝে না?’ *(ইয়াসীন ৩৬/৬৮)*।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাশক্তির দ্বারকে উন্মোচন করার জন্যই গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এরপরও কিভাবে কতিপয় যুবক বলে যে, ইসলাম (শারীরিক ও মানসিক) শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়? আল্লাহ বলেছেন, كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً ‘কতবড় মারাত্মক কথাই না তাদের মুখ থেকে বের হয়। তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে’ *(কাহফ ১৮/৫)*।

ইসলাম মুসলমানদের জন্য তাদের শরীর, ধর্ম বা বুদ্ধিমত্তার জন্য ক্ষতিকর নয় এমন সকল ভোগ্যবস্তুকে বৈধ ঘোষণা করেছে।

ইসলাম সকল উত্তম এবং পবিত্র খাদ্য ও পানীয়কে হালাল করেছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ‘হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর’ *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ‘হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না’ *(আ‘রাফ ৭/৩১)*।

প্রজ্ঞা ও রীতি-নীতির দাবী অনুযায়ী ইসলাম সবধরনের পোষাক-পরিচ্ছদকে হালাল করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ– ‘হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে

আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম' (*আ'রাফ* ৭/২৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'বলে দাও, আল্লাহ্র সাজ-সজ্জা, যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্য সমূহকে কে হারাম করেছে? বলে দাও, এসব নে'মত তো খালেছভাবে কেবল মুমিনদের জন্যই পার্থিব জীবনে এবং ক্বিয়ামতের দিনে' (*আ'রাফ* ৭/৩২)।

শরী'আতসম্মত উপায়ে বিবাহের মাধ্যমে মহিলাদেরকে সম্ভোগ করাকে ইসলাম হালাল করেছে। আল্লাহ বলেছেন, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 'মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা ভাল মনে কর দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার। কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে ভয় কর, তাহ'লে মাত্র একটি বিয়ে কর' (*নিসা* ৪/৩)।

আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রেও ইসলাম তার অনুসারীদের শক্তি-সামর্থ্যকে ধ্বংস করেনি। বরং তাদের জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার ন্যায়-নীতিপূর্ণ উপার্জনকে হালাল বলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' (*বাক্বারাহ ২/২৭৫*)। তিনি আরও বলেছেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ 'তিনিই তো পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক থেকে ভক্ষণ করে থাক। আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান' (*মুলক ৬৭/১৫*)। এছাড়াও তিনি বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ 'যখন ছালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ হ'তে অনুসন্ধান করবে' (*জুমু'আ ৬২/১০*)। এরপরেও

কতিপয় ব্যক্তি কিভাবে এ ধারণা করতে পারে এবং একথা বলতে পারে যে, ইসলাম শক্তিকে ধ্বংস করেছে?

যুবকদের মনে সৃষ্ট কিছু প্রশ্ন

মৃত অন্তরে ধর্মবিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও কুমন্ত্রণা আসে না। কেননা মৃত অন্তর ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্তর যে অবস্থায় রয়েছে তার চেয়ে তার কাছ থেকে শয়তান বেশী কিছু কামনা করে না। আর এজন্যই ইবনু মাসঊদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলা হয়েছিল, ইহূদীরা বলে যে, ছালাতের মাঝে তাদেরকে কোন কুমন্ত্রণা দেয়া হয় না। তখন তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্তর নিয়ে শয়তান কি করবে।

আর কোন অন্তর যখন জীবিত এবং তাতে কিছুটা ঈমান থাকে, তখন শয়তান তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। অতঃপর শয়তান তার অন্তরে ধর্মবিরোধী কুমন্ত্রণাসমূহ নিক্ষেপ করে। যদি বান্দা তার অনুগত হয়ে যায় তবে তা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি শয়তান তাকে তার রবের, তার দ্বীনের ও আক্বীদার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করে। যদি শয়তান অন্তরে দুর্বলতা ও পরাজয়ভাব লক্ষ্য করে তাহ'লে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। আর যদি শয়তান হৃদয়ে দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ লক্ষ্য করে তাহ'লে পরাজিত হয় এবং লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় পিছু হটে।

কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদত্ত প্রতিকার গ্রহণ করে তাহলে মানুষের অন্তরে শয়তান কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এসব কুমন্ত্রণা কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ، يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ، لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ-

Contents

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছু উদয় হয় যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে সে জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করে। তিনি বললেন, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি শয়তানের এ ধোঁকাকে কল্পনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন'।[৬]

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ-

'রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কতিপয় ছাহাবী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের অন্তরে ভয়ংকর সব কথা আসে, যা বলতে সংকোচ হয়। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এরূপ সংকোচ আসে কি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই হ'ল ঈমানের স্পষ্ট নিদর্শন'।[৭]

ঈমানের স্পষ্ট নিদর্শন অর্থ হ'ল, মনের মধ্যে উদিত এই কুমন্ত্রণাকে তোমাদের অস্বীকার করা ও সেটাকে বড় মনে করা তোমাদের ঈমানের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। বরং এটি এর প্রমাণ যে, তোমাদের ঈমান খাঁটি। ত্রুটি-বিচ্যুতি একে কলুষিত করে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো নিকটে শয়তান এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমনকি শেষ পর্যন্ত সে বলে বসে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি

৬. আহমাদ হা/৩১৬১; আবুদাঊদ হা/৫১১২।
৭. মুসলিম হা/১৩২; মিশকাত হা/৬৪।

এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বিরত হয়ে যায়'।[৮] অন্য হাদীছে এসেছে, فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ 'সে যেন বলে, 'আমি আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি'।[৯]

আবুদাঊদে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে এসেছে, قَال فَقُوْلُوا: اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ– 'রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা বল, তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তারপর যেন বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং (আল্লাহ্‌র কাছে) শয়তানের (কুমন্ত্রণা) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে'।[১০]

এই হাদীছগুলিতে ছাহাবীগণ নবী (ছাঃ)-কে তাদের ব্যাধির কথা বলেছেন। আর তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন-

প্রথম : এ সকল কুমন্ত্রণা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত ও বিমুখ থাকা এবং এগুলিকে এমনভাবে ভুলে যাওয়া যে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে সঠিক চিন্তায় ব্যস্ত থাকা।

দ্বিতীয় : বিতাড়িত শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

তৃতীয় : آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ 'আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি' বলা।

চতুর্থত : اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ বলা সে তার বামপার্শ্বে তিনবার থু থু ফেলবে এবং বলবে, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ

---

৮. বুখারী হা/৩২৭৬; মুসলিম, হা/২১৩।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬।
১০. আবুদাঊদ হা/৪৭২২; মিশকাত হা/৭৫।

Contents

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ– 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাচ্ছি'।

তাক্বদীরের ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা

সার্বিকভাবে যেসব প্রশ্ন যুবকদের মনে উদিত হয় এবং তারা হতভম্ব হয়ে থমকে যায়, তন্মধ্যে অন্যতম তাক্বদীরের বিষয়টি। কেননা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্যতম একটি স্তম্ভ। যা ব্যতীত ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না। আর তা হ'ল, এই মর্মে ঈমান আনা যে, আকাশ ও যমীনে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তা'আলা তা অবগত আছেন এবং তিনি তার ভাগ্য নির্ধারণকারী। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 'তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? অবশ্যই এসবই লিপিদ্ধ আছে এক কিতাবে। অবশ্যই এটা আল্লাহ্র উপরে সহজ' *(হজ্জ ২২/৭০)*।

নবী (ছাঃ) তাক্বদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، فَقَالَ : أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ–

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন। তখন আমরা তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করছিলাম। তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। যেন তার দুই গালে ডালিম নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি এজন্য আদিষ্ট হয়েছ? নাকি আমি এই কারণে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাক্বদীর নিয়ে ঝগড়া করার কারণে ধ্বংস

হয়েছে। আমি এ বিষয়ে ঝগড়া না করতে তোমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি’।[১১]

তাক্বদীর নিয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক করা মানুষকে এমন গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়, যা থেকে সে বের হ’তে পারে না। এ থেকে বেঁচে থাকার পথ হ’ল তুমি কল্যাণকর কাজে আগ্রহী হবে ও প্রচেষ্টা চালাবে। যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে বুদ্ধি ও বুঝ দান করেছেন এবং তোমার নিকট রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর তাদের প্রতি আসমানী গ্রন্থসমূহও নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا-

‘আমরা রাসূলগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনরূপ অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ অতীব পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী’ (*নিসা ৪/১৬৫*)।

যখন মহানবী (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদেরকে বললেন, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ‘তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জান্নাতে বা জাহান্নামে স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। এ কথা শুনে সবাই বললেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে কি আমরা আমল বাদ দিয়ে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর নির্ভর করব? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ‘তোমরা আমল করতে থাক। কেননা

---

১১. তিরমিযী হা/২১৩৩, মিশকাত হা/৯৮।

যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য দুর্ভাগ্যের অধিকারী লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে।[১২] অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করলেন।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى- وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى-

‘অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব’ (*লায়েল ৯২/৫-১০*)।

মহানবী (ছাঃ) তাদেরকে আমল করার নির্দেশ করলেন। তাদের জন্য তাক্বদীরের উপর নির্ভরকে জায়েয করলেন না। কেননা জান্নাতীদের মধ্যে যার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে জান্নাতবাসীর মতো আমল না করলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর জাহান্নামীদের মধ্যে যার নাম লেখা হয়েছে সে তাদের মতো আমল না করলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর আমল হয় ব্যক্তির সাধ্যানুসারে। কেননা সে জানে যে, আল্লাহ তাকে কাজের ইচ্ছা ও তা সম্পাদন করার ক্ষমতা দান করেছেন। সে এ দু’টি জিনিসের (ইচ্ছা ও ক্ষমতা) মাধ্যমে চাইলে কাজ করবে বা তা বর্জন করবে।

যেমন একজন মানুষ সফরের পরকিল্পনা করে সফর করে। আবার অবস্থান করার সংকল্প করে অবস্থান করে। কেউ আগুন দেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আবার কেউ কোন পসন্দনীয় জিনিস দেখে তার দিকে অগ্রসর হয়। সুতরাং সৎ আমল ও পাপও অনুরূপভাবে মানুষ স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে এবং স্বেচ্ছায় বর্জন করে।

১২. বুখারী হা/৪৯৪৯; মুসলিম হা/২৬৪৭।

কিছু মানুষের মনে তাক্বদীরের বিষয়ে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়।

প্রথম প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি মনে করে সে একটি কাজ স্বেচ্ছায় করে এবং স্বেচ্ছায় তা বর্জন করে। অথচ সেটি সম্পাদন করা বা না করার ব্যাপারে তাকে বাধ্য করার বিষয়টি সে অনুভব করে না। তাহ'লে এটি কিভাবে ঈমানের সাথে সংগতিপূর্ণ যে, প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্র ফায়ছালা ও তার নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী হয়?

এর জবাব হ'ল, আমরা যদি বান্দার কর্ম ও তার চাল-চলন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তখন দেখি যে, এটি দু'টি বিষয় থেকে উদ্ভূত। (১) কোন কাজ করার ইচ্ছা। (২) ক্ষমতা। যদি এ দু'টি জিনিস না থাকে তাহ'লে কোন 'কর্ম' সম্পাদিত হয় না। আর ইচ্ছা ও ক্ষমতা দু'টিই আল্লাহ্র সৃষ্টি। কারণ ইচ্ছা হ'ল বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি। আর ক্ষমতা শারীরিক শক্তি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে মানুষের বুদ্ধিকে ছিনিয়ে নিতেন। ফলে সে ইচ্ছাহীন হয়ে যেত। অথবা তার ক্ষমতাকে কেড়ে নিতেন। ফলে তার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

যখন কোন মানুষ কোন কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করে এবং তা বাস্তবায়ন করে, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, আল্লাহ তা চেয়েছেন ও তাকে করার শক্তি দিয়েছেন। নতুবা তিনি সেই কাজ করার ইচ্ছাকে পরিবর্তন করে দিতেন। অথবা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। যা উক্ত কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার ও তার ক্ষমতার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত। এক বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তুমি কিভাবে আল্লাহকে চিনলে? তিনি বললেন, দৃঢ় ইচ্ছাকে ভেঙ্গে দেওয়া ও ইচ্ছাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : মানুষকে তার পাপকর্মের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তার পক্ষে তো তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়?

এর জবাবে আমরা বলব, যখন তুমি এটি বলবে তখন এটাও বল যে, মানুষকে সৎকর্মের কারণে পুরস্কৃত করা হবে। তাহ'লে তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে? আর তার পক্ষে তো তার

ভাগ্যে লিখিত বিষয় থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব? এটা ন্যায়সঙ্গত নয় যে, তুমি পাপকাজের স্বপক্ষে ভাগ্যকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু সৎকর্মের ক্ষেত্রে ভাগ্যকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয় জবাব : আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এই দলীলকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাকে জ্ঞানহীন কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ-

'সত্বর মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা করত এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এভাবেই তাদের পূর্বসুরীরা মিথ্যারোপ করত। অবশেষে তারা আমাদের শাস্তি আস্বাদন করেছে। বল, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদের দেখাতে পারো? বস্তুতঃ তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ কর এবং তোমরা কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বল' *(আন'আম ৬/১৪৮)*।

আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন যে, তাক্বদীর দ্বারা শিরকের উপর দলীল পেশকারী এ সকল লোকের পূর্ব পুরুষগণও তাদের মত মিথ্যাচার করত এবং এর উপর অটল ছিল। অবশেষে তারা আল্লাহ্র শাস্তি আস্বাদন করেছে। যদি তাদের যুক্তি সঠিক হ'ত, তবে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতেন না। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-কে তাদের যুক্তির পক্ষে প্রমাণ পেশ করার চ্যালেঞ্জ করতে আদেশ করেছেন। আর বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যাপারে তাদের কোন প্রমাণ নেই।

তৃতীয় জবাবে আমরা বলব : নিশ্চয়ই তাক্বদীর (ভাগ্য) গোপন ও লুক্কায়িত বিষয়। যা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাহ'লে পাপী কিভাবে জানল যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পাপকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং সে সে দিকে অগ্রসর হবে? এটা কি সম্ভব নয়

যে, তার জন্য আনুগত্যকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? তাহলে কেন পাপের প্রতি ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হয় না এবং বলে না, 'আল্লাহ আমার জন্য আনুগত্যকে লিপিবদ্ধ করেছেন'।

চতুর্থ জবাব : আমরা বলব, আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান ও বুঝশক্তি দান করার মাধ্যমে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার উপর আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন এবং তার নিকট রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তার জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর বস্তু বর্ণনা করেছেন এবং তাকে 'ইচ্ছা' ও 'শক্তি' দান করেছেন। এ দু'টির মাধ্যমে সে দু'টি পথের যে কোন একটির উপর চলতে পারে। তাহ'লে এই পাপী কেন ক্ষতিকর পথকে কল্যাণময় পথের উপর অগ্রাধিকার দেয়?

এই পাপী ব্যক্তিটি যদি কোন দেশে ভ্রমণ করার মনস্থ করে এবং তার জন্য দু'টি পথ থাকে। তন্মধ্যে একটি সহজ ও নিরাপদ। আর অন্যটি কষ্টকর ও ভীতিকর। তাহলে অবশ্যই সে সহজ ও নিরাপদ পথে চলবে। সে কখনো কঠিন ও ভীতিকর পথে চলবে না এই যুক্তি দিয়ে যে, আল্লাহ তার উপর এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বরং সে যদি (এই কঠিন পথে) চলে ও দলীল দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এটি তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাহ'লে অবশ্যই মানুষ সেটাকে বোকামী ও পাগলামী মনে করবে। অনুরূপভাবে কল্যাণ ও অনিষ্টের পথের বিষয়টিও সমানে সমান। তাই মানুষ যেন কল্যাণের পথে চলে এবং অকল্যাণের পথে চলার মাধ্যমে যেন নিজেকে ধোঁকা না দেয় এই যুক্তি দিয়ে যে, আল্লাহ তার উপরে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমরা প্রত্যেক মানুষকে দেখি যে, সে উপার্জনে সক্ষম। আমরা জীবিকা অর্জনের জন্য তাকে প্রতিটি পথে চলতে দেখি। তাক্বদীরকে দলীলস্বরূপ পেশ করে আয়-উপার্জন পরিত্যাগ করে সে ঘরে বসে থাকে না।

তাহ'লে দুনিয়ার জন্য প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রচেষ্টার মাঝে তফাৎটা কি? কেন তুমি আনুগত্য বর্জন করার ব্যাপারে তাক্বদীরকে তোমার পক্ষে দলীলরূপে পেশ করছ এবং দুনিয়ার কর্মকাণ্ডকে ত্যাগ করার ক্ষেত্রে তাক্বদীরকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করছ না? নিশ্চয়ই বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। কিন্তু প্রবৃত্তি অন্ধ ও বধির করে দেয়।

Contents

যুবকদের বর্ণনা সম্বলিত কতিপয় হাদীছ

যেহেতু আমাদের আলোচনা যুবকদের সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, সেহেতু আমি এমন কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করতে চাচ্ছি যেখানে যুবকদের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল-

(১) يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ 'তোমার প্রতিপালক এমন যুবককে ভালবাসেন যার 'ছবওয়া' নেই।'[১৩]

'ছবওয়া' হ'ল, প্রবৃত্তিপূজা এবং হক পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যেদিন আল্লাহ্র বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে (৩) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে (৪) এমন দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয় (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও অভিজাত নারী (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য) আহ্বান করে, তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) এমন ব্যক্তি যে

১৩. আহমাদ হা/১৭৪০৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৪৩।

গোপনে ছাদাক্বা করে কিন্তু তার বাম হাত জানতে পারে না যে তার ডান হাত কি ব্যয় করে (৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়’।[১৪]

(৩) اَلحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ ‘হাসান ও হুসায়েন জান্নাতী যুবকদের সর্দার’।[১৫]

(৪) জান্নাতীদেরকে বলা হবে, إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا ‘তোমরা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না’।[১৬]

(৫) مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ ‘যে যুবক কোন বৃদ্ধকে সম্মান প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন, যে তাকে তার বার্ধক্যের সময় সম্মান প্রদর্শন করবে’।[১৭]

(৬) আবূবকর (রাঃ) তাঁর কাছে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) উপস্থিত থাকার সময় যায়েদ বিন ছাবিতকে বললেন, إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلاَ نَتَّهِمُكَ، كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعِ القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ- ‘তুমি যুবক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণা রাখি না। কেননা তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে অহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত কর’।[১৮]

أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: أَرْجُو اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

১৪. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
১৫. তিরমিযী হ/৩৭৮১; মিশকাত হা/৬১৬২।
১৬. মুসলিম হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৫৬২৩।
১৭. তিরমিযী হা/২০২২, সনদ যঈফ; যঈফাহ হা/৩০৪।
১৮. বুখারী হা/৪৬৭৯।

وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ–

(৭) 'মহানবী (ছাঃ) এক মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কেমন লাগছে? যুবকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্লাহ্র কাছে (রহমত) প্রত্যাশা করছি এবং আমার পাপের ব্যাপারে ভয় করছি। নবী (ছাঃ) বললেন, এই দু'টি জিনিস (আশা ও শংকা) যে বান্দার অন্তরেই একত্রিত হয়, সে যা আশা করে, আল্লাহ তাকে তা দান করবেন এবং সে যা আশংকা করে তা থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন'।[১৯]

(৮) হুনায়নের যুদ্ধের সময় বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেছেন, لاَ وَاللهِ، مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ، وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ– 'না, আল্লাহ্র কসম, (হুনায়নের দিন) রাসূল (ছাঃ) পলায়ন করেননি। কিন্তু তার কিছু সংখ্যক যুবক ছাহাবী অস্ত্র ছাড়াই (যুদ্ধের ময়দানে) অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন'।[২০]

(৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ– 'আমরা যুবক বয়সে নবী (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করতাম'।[২১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَبْعِينَ رَجُلًا يُسَمَّوْنَ الْقُرَّاءَ قَالَ: كَانُوا يَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَمْسَوْا انْتَحَوْا نَاحِيَةً مِنَ الْمَدِينَةِ، فَيَتَدَارَسُونَ وَيُصَلُّونَ يَحْسِبُ أَهْلُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْسِبُ

---

১৯. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬১; আলবানী ও যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) একে হাসান বলেছেন, তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ হা/৪২৬১।

২০. বুখারী হা/২৯৩০; মুসলিম হা/১৭৭৬।

২১. আহমাদ হা/৩৭০৬; সনদ ছহীহ।

أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنَّهُمْ عِنْدَ أَهْلِيهِمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي وَجْهِ الصُّبْحِ اسْتَعْذَبُوا مِنَ الْمَاءِ، وَاحْتَطَبُوا مِنَ الْحَطَبِ، فَجَاءُوا بِهِ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى حُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

(১০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আনছার-এর মধ্যে সত্তরজন যুবক ছিল। তাদেরকে ‘ক্বারী’ বলা হ’ত। তারা মসজিদে থাকত। সন্ধ্যা বেলায় তারা মদীনার একপ্রান্তে চলে যেত। তারা আলোচনা-পর্যালোচনা করত এবং ছালাত আদায় করত। তাদের পরিবারবর্গ ভাবত তারা মসজিদে আছে। আর মসজিদে অবস্থানকারীরা মনে করত তারা তাদের পরিবারের সাথে আছে। যখন ফজরের সময় হ’ত, তখন তারা সুস্বাদু পানি পান করত। তাঁরা কাঠ সংগ্রহ করত এবং সেগুলি নিয়ে এসে নবী (ছাঃ)-এর ঘরে হেলান দিয়ে রেখে দিত’।[২২]

তারা এগুলি বিক্রি করে আহলে ছুফ্ফার জন্য খাদ্য ক্রয় করত। আহলে ছুফ্ফা হ’ল মদীনায় হিজরতকারী নিঃস্ব-ফকীরগণ। সেখানে তাদের কোন পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন ছিল না। তারা মসজিদে একটি শামিয়ানার কিংবা মসজিদের নিকটে থাকত।

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ-

(১১) ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর শিষ্য আলক্বামা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্‌র সাথে মিনাতে হাঁটছিলাম। ইত্যবসরে ওছমান

২২. আহমাদ হা/১৩৪৮৭।

(রাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। তখন তিনি তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। তাকে ওছমান বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা কি আপনার সাথে একটি যুবতীকে বিবাহ দিব না? হয়ত সে আপনার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, আপনি আমাকে এ কথা বলছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন ছওম (নফল) পালন করে। কেননা ছওম যৌন ক্ষমতাকে দমন করে'।[২৩]

(১২) দাজ্জাল সম্পর্কে একটি হাদীছে নবী (ছাঃ) বলেন, يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ– 'অতঃপর দাজ্জাল একজন সুঠামদেহী যুবককে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দু'টুকরা করে ফেলবে। তারপর সে আবার তাকে আহ্বান করবে। যুবক আলোকময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার সম্মুখে এগিয়ে আসবে'।[২৪]

عَنْ مالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا– أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا– سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ– وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا– وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ–

২৩. বুখারী হা/৫০৬৫; মুসলিম হা/১৪০০।
২৪. মুসলিম হা/২৯৩৭; মিশকাত হা/৫৪৭৫।

Contents

(১৩) মালিক বিন হুয়ায়রিছ (রাঃ) বলেছেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। আমরা তার কাছে বিশ দিন ও বিশ রাত অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে অবস্থান কর। আর তাদের শিক্ষা দাও ও সৎ কাজের আদেশ দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালেক (রাঃ) আরো কিছু উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। নবী (ছাঃ) আরো বলেছিলেন, তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ। ছালাতের সময় উপস্থিত হ'লে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে যেন ইমামতি করে'।[২৫]

আমরা যে আলোচনা পেশ করতে চেয়েছিলাম, তা এখানেই শেষ হ'ল। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা সবাইকে উপকৃত করেন। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য। দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তার সকল ছাহাবীর উপর বর্ষিত হৌক- আমীন!

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ- وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ-
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

---

২৫. বুখারী হা/৬৩১।

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৭.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -ঐ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ - ঐ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৮.** ইখলাছ, অনুঃ -ঐ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনুঃ (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ‘আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনুঃ (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=) **২.** জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনুঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৪০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**